আরশি টাওয়ার

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

Aarshi Tower

A collection of Bengali Poems

by

Rabi Gangopadhyay

প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৮৯

কপিরাইট : রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : কে. সি. এস. পানিকর

প্রকাশক : সংবেদ ভবন
৫৯৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড,
কলকাতা ৭০০০৭৭

মুদ্রক : বৈশাখী প্রেস
বাঁকুড়া

মূল্য : কুড়ি টাকা

উৎসর্গ

চারণকবি বৈদ্যনাথ-কে

আরশি টাওয়ার

আরশি টাওয়ার পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ। যৌথ ফসল। উনিশ শ উননব্বই-এর জুনে প্রথম প্রকাশিত। প্রকাশক : সংবেদ ভবন, কলকাতা। প্রচ্ছদ : কে.সি.এস.পানিকর। কুড়িটি কবিতার অন্তর্ভুক্তি হয়েছে গ্রন্থটিতে।

কুড়িটি কবিতার কোনো কোনোটি দু-একটি কাব্যগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। অনেকগুলি নতুন। কবিতা কুড়িটিতে দেখার চোখ, বলার ভঙ্গি, বিপন্ন বিস্ময় আর অশরীরী সংস্কার নিয়ে যে আবহ তৈরী হয়েছে তা নিজস্ব। সেই নিরহঙ্কার চৈতন্যের নিমজ্জন। সেই মায়িক আর্তি ও তার আশ্চর্য নিরাময়। সেই জটিল অথচ সরল, সহজ অথচ দুরবগাহ পথ পরিক্রমা।

☐ কিছুই হলোনা মানে দুঃখ নেই অভিমানও নেই।
কিছুই হলোনা মানে এই নয় আমি খুব খারাপ রয়েছি।
আমার শান্তিও নেই অশান্তিও নেই।
সুখ আর দুঃখের মাঝে আমার বিস্তীর্ণ চরাচর।
খরা ধস শ্রম শস্য ধুলো বালি আনন্দবেদনা
সামান্য পৃথিবী উপচে প'ড়ে যায় ঝ'রে ঝ'রে যায়।
কিছুই হলোনা মানে এই নয় আমি
প্রতিভাবিহীন এই অন্ধকারে তাঁকে ভুলে আছি।

আর বিশ্বাস?

☐ কে নেবে কেড়ে বিশ্বাসের বদ্ধমূল জমি?
এখনো যারা আসেনি আমি তাদের জন্যে
এখনো যারা ভাসেনি আমি তাদের জন্যে
এখনো যারা ভাঙেনি আমি তাদের জন্যে

আত্ম প্রতিকৃতি

তবু ভরিল না চিত্ত ঃ উথাল পাতাল বাংলা ভাঙা বাংলা
পুরুলিয়া সাঁইথিয়া বাঁকুড়া
তিনশ বাহাত্তর বার কবি সম্মেলন
ন শ লিটল ম্যাগ রক্তপাত আর্তরব আকছার লড়াই
সুনীলদা সুনীলদা শব্দে নীরেনদা শঙ্খদা শব্দে
তুবড়ে গেল গাল আর গলা
পি. সি. সরকারের পায়রা হল ফাটিয়ে উড়ে গেল যেন
এ রকম নগদ হাততালি
তবু ভরিল না চিত্ত
অকুপেশনের ঘরে রাইটার দেখেই
একজন এস.ডি.ও. নর্থ, দলিল লেখেন? বলে
ভ্রূকুটি করলেন
বারো বছরের ব্যর্থ বেকারত্ব ঢাকা দিতে
সমারূঢ় অধ্যাপক বন্ধুকে বলেছি
ফ্রিল্যান্সার জার্নালিস্ট, গাড়োলের মত মুখে সেও
চলে যায়।
বিস্তীর্ণ খরার মাঠ মরা নদী অস্পষ্ট গ্রামের ঝাপসা ছবি
নিঃস্ব ও নিঃসঙ্গ রাত্রে ঝলসে যায়
ছলকে যায় জ্যোৎস্নার যমুনা
তাঁর কবিতার মত যাঁকে মনে পড়ে
(অনিবার্য বিশেষত যে কোন কবির বাঁকুড়ার)
গোপনে ডাকবাক্সে ফেলি দু-তিনটি কবিতাসহ চিঠি
ঠিকানা ঃ আনন্দ বাগচী, কেয়ার অফ দেশ।

শব্দ

আমি জানি শব্দের নম্রতা
তাই তোমার ছিন্নভিন্ন শরীরের পাশে
লিখে রাখি
বিদায়।

আমি জানি শব্দের মমতা
তাই তোমার চৈত্রের চিতার পাশে
লিখে রাখি।
শান্তি।

আমি জানি শব্দের ক্ষমতা
তাই তোমার অপমানে তোমার রোরুদ্যমানতায়
লিখে রাখি
সাবধান।

আমি জানি শব্দের অভিশাপ
তাই স্পৃহাহীন ছায়াপথে ছায়াপথে
ছড়িয়ে দিই
নিপাত যাক।

পুনরুজ্জীবন

যেমন ফেলে গেছি তেমনি অবিকল
তেমনি প্রাক্তন প্রাচীন ব্যথাময়
রয়েছে মোহবীজ জরায়ু জলাশয়
আগুন কামাতুর ঝর্ণাকেশরের

তেমনি আছে সব যেমন ফেলে গেছি
কেবল লতাপাতা উঠেছে দেহময়
কেবল ধুলোবালি পড়েছে চোখে মুখে
গ্রীষ্ম বর্ষার অতল উৎসার

সরিয়ে নেব সব, ও চাঁদ, তুমি জাগো
সরিয়ে নেব সব, ও পাখি, চোখ গেল
গুছিয়ে নেব সব, ও নদী, ছলো ছলো
তোমরা জেগে ওঠো রক্তে আজ আমার

গলিত লাভাস্রোত উঠেছে ঘনরঙ
এখন ফিরে আসা মাটিতে জলে ঝড়ে।

আত্ম কাহিনী

এই আত্মা দীর্ঘকাল নিষ্পলক তাকিয়ে আছেন।
দেখেছেন বদ্ধমূল সত্যের দিগন্ত কতো নীল
শিরা উপশিরাময় আগুন কি দ্যুতিময় লাল।

আত্মার কি চোখ আছে, দৃষ্টিশক্তি আছে?

এই আত্মা শুনেছেন ওঁ হ্রীং ঋতম্ ভেসে যায়
বিশ্বাস প্রবণ স্রোতে আগ্নেয় পাথরে পৃথিবীতে
পাঁজর গুঁড়িয়ে ঠিক মাঝরাতে ঈশ্বরের আহ্নিক ও স্নান।

আত্মার কি শ্রবণের ইন্দ্রিয় ও পিপাসা রয়েছে?

যেভাবে লুটায় বিন্দু অসিচর্ম শিরস্ত্রাণহীন
কালচে লাল রক্তধারা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যায়
রুখে উঠে দেহহীন অবিনাশী অকূল উত্থান
সে রকম এই আত্মা

আত্মার কি হাত আছে? ধুলোমাখা খালি পা ও আছে?

দেশ

তোমাকে দেখাবো বলে সঙ্গে নিয়ে এসেছি এখানে
এই গ্রামে এই ধুলোবালিতে পাথরে হেঁটে হেঁটে

তোমাকে চেনাবো বলে এত মেঘ বর্ণময় আকুল আকাশ
এত পর্যাকুল হাওয়া এত দূর এমন সুদূর

তোমাকে দেবার জন্যে এতদিন এত দীর্ঘদিন শুধু পথে
আমার অন্তর আত্মা শুষে নেয় সমূহ বেদনা

এর চেয়ে আমি আর স্পষ্ট করে বোঝাতে পারি না
পাতার গা বেয়ে দেখ গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল

সমস্ত ঐশ্বর্য নাও সোনার মুকুট সহ, এসো
এখানে বালির শয্যা ভস্মময় পিপাসার দেহ

তোমাকে শেখাবো বলে সামান্য পৃথিবী ঘিরে জল
এত শস্য এত শ্রম অপচয় অন্ধ অধিকার।

প্রতিশোধ

ফেরাতে পারলে না। রোজ শ্বেত কুষ্ঠে ভ'রে যায় দেহ
গলে নখদন্ত লোম দগদগে মাংসের ফাঁকে ফাঁকে
ঝলসানো অস্থি ও মজ্জা রক্ত পুঁজ আসক্তি ও স্নেহ।

আর এই রক্তমাংসে গলিত শরীর থেকে আমি
উঠে যাই ধীরে ধীরে সুদূর আকাশলোকে নিজে
কখনো জলের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে একা একা নামি
আগুন-পাতাল পথে ঃ লাল রক্তে মাটি যায় ভিজে।

রক্ত? লাল রক্ত? আমি ছেড়েছি শরীর ধীরে ধীরে।
নিয়েছি তোমার প্রতি প্রসন্ন সহজ প্রতিশোধ
তোমার ব্যর্থতা দেখ পুঞ্জ পুঞ্জ রাত্রির তিমিরে
তুমি কি কখনো বলবে ঃ এই কষ্ট কল্পিত, অবোধ!

শরীর ছাড়িয়ে বেগে ছড়িয়ে পড়েছি ভস্ম থেকে
লেলিহান সূর্যে মেঘে প্রবাহ-তরল দিশেহারা
জড়িয়ে পড়েছি ধর্মে অধর্মে পুণ্যে ও পাপে, মেখে
শ্বেত ও লোহিত কণা রক্তে বেগে তেজস্ক্রিয় ধারা।

আমার চেয়েও তুমি বেশি ব্যর্থ। আমি চলে যাই
পৃথিবীর মাটি জলে পাথরে কাঁটায় শস্যে বীজে
তুমি থাকো বুকে নিয়ে আমার আগুন-স্মৃতি ছাই
আমার আলোর স্রোতে তোমার দু'চোখ যাক ভিজে।

ভালবাসা ১

এরই নাম ভালোবাসা, এই যে দু'হাতে লেগে আছে
রক্তলিপ্ত ক্ষতগুলি, বুকের ব্যথিত বৃষ্টি জল।

এরই নাম ভালবাসা, এই একা একা একা একা
যত দূর চোখ যায় শাদা বালি কঠিন পাথর।

এরই নাম ভালবাসা, এই নাম আকুলতা স্মৃতি
অবিরল আলোড়ন অবিরল জলের কল্লোল।

ভালবাসা অপমান কলঙ্ক করোটি ছেঁড়া ডানা
ভাঙা দরজা কাঁটাগাছ প'ড়ে থাকা শোণিতাক্ত ছুরি।

ভালবাসা ২

তোমাকে ভালবাসি ব'লে আমার অসংযম বিষে আকাশ এত নীল
তোমাকে ভালবাসি ব'লে আমার স্পর্ধা আকাশ মুচড়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়
তোমাকে ভালবাসি ব'লে আমার লজ্জাহীন সুন্দরের অদ্বিতীয় আবরণ নেই
তোমাকে ভালবাসি ব'লে মাত্রাহীন যতিহীন বিরোধাভাসের এই রুচিরা।

আশ্রম

ওখানে এখন যাবো না ওখানে
শুধু পাথর
পাথরের নদী পাথরের সিঁড়ি
পাথর মুখ
স্মৃতিগুলি জমে জমে ওইখানে
চেতনাহীন
ভালোবাসাগুলি পাথরের মতো
আজও অসাড়
ব্যাকুলতাময় দিনগুলি নিয়ে
গেছে কাঁসাই
ওখানে এখন আছে আমাদের
দিনাবসান
নিরুপদ্রুত নিঃস্ব নীরব
নিচু আকাশ
শুশ্রুষাহীন পাথুরে নদীতে
জটিল জল
বালুতে প্রোথিত অনড় আমার
ভাঙা ডিঙি
দু'চোখে নিহিত থমথমে ভেজা
সে অপমান
ওখানে ধর্ম রাখেনি কিছুই
ক'রে ধারণ।

দূর

যত দূরে গেলে আর ফেরে না মানুষ
আমি ততখানি এসে গেছি?
এখন শরীর ছাড়া অন্য কোন যবনিকা নেই।
আমি তাও ছিঁড়ে ছিঁড়ে অন্তরীক্ষ করেছি বসন
শুভ্রতম হাড় থেকে বেড়ে ওঠে প্রপন্নার্তি—
জানি
এ ফেরার আকুলতা এ শুধু ফেরার আকুলতা
তাই জয়ে পরাজয়ে স্পৃহাহীন
তাই উদাসীন শ্লোকমালা
অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি ভাঙা ইঁট
মজা দীঘি জটিল শিকড়।
এখন শরীর ছাড়া অদ্বিতীয় আবরণ নেই।
আমি তাও ছিঁড়ে খুঁড়ে বহু দূরে এসে গেছি
কত দূর?
যত দূরে গেলে আর ফেরে না মানুষ?

কিছুই হলো না মানে

কিছুই হলো না মানে দুঃখ নেই অভিমানও নেই
কিছুই হলো না বলা মানে এই নয়
আমি খুব খারাপ রয়েছি।
আমার শান্তিও নেই অশান্তিও নেই।
সুখ আর দুঃখের মাঝে আমার বিস্তীর্ণ চরাচর।
খরা ধ্বস শস্য শ্রম ধুলো বালি আনন্দ বেদনা
সামান্য পৃথিবী উপচে পড়ে যায় ঝ'রে ঝ'রে যায়।
কিছুই হলো না মানে এই নয় আমি
প্রতিভাবিহীন এই অন্ধকারে তাকে ভুলে আছি।

ধাঁধা

সেই থেকে আর বাগানে ফোটে না জবা
নতুন মাত্রা কবিতার আঙ্গিকে
ঘন জলতলে গলেছে কেবল শরীর।

সে সুযোগে কালো কাকেদের রবরবা
সভাপতি হয় দু'পাতা পদ্য লিখে
নিমতা গ্রামের পঞ্চা এবং হরি।

বালিতে আমার বিছানা পেতেছি, চিতা
গঙ্গাতীরের চণ্ডালে নেয় জমি
গা হাত পা মাথা ভরেছে রূপোলি ছাই

শহর এসেছে কেটে দিতে লাল ফিতা
দেখে হাসে গাছে ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী
ঢের রাত হলো ঃ এসো, আমি শোবো, ভাই।

কে যে কাকে তোলে কে যে কাকে ঘাড় ধ'রে
ডোবায় শহরে গ্রামে তা পঞ্চা জানে
তাই তার হাতে প্রতিভা এখন বাঁধা

ধীরে ধীরে আরো ডুবে যাই চরাচরে
নতুন মাত্রা পালিয়েছে মানে মানে
মগডালে ঃ আজ শহরে ও গ্রামে ধাঁধা।

একটি গল্পে

তোমার মুখে একি হাজার বলিরেখা
এমন কাটাকুটি শীত ও গ্রীষ্মের
শরীরে এত দাগ রোদ ও বৃষ্টির
তোমার আত্মায় লতা ও গুল্ম
ছেয়েছে দশদিক কেমন আছো তুমি?

সে যেন কতোকাল আমরা ব'সে আছি
আমরা ব'সে আছি সামনে নদী জল

আকাশে শুধু নীল বাতাসে মত্ততা
হাজার তারা কাঁপে মাটিতে ঝ'রে যায়
রাতের ভালোবাসা সে যেন কতোকাল।

তোমার মনে পড়ে? কেবল অকারণ
আমাকে ডেকেছিলে, কোথায় যেতে যেতে
কোথায়, আমি সব ভুলে যে, দাঁড়ালাম
তোমার মনে পড়ে? শীত ও গ্রীষ্মের
থাবার ছেঁড়া খোঁড়া শরীরে সেইদিন?

আমাকে দেখো আমি এখনো তেমনি
অন্ধকারে একা পুরনো বৈঠায়
স্রোতের বিপরীতে কাতর ছলোছল
পাঁজর ভেঙে যাওয়া স্মৃতিকে নিয়ে ফের
ব'সেই আছি ঃ যায় জলের মত সব।

আর কিছু নয়

আর কিছু নয় শুধু পুড়ে
পুড়ে পুড়ে এই হাড় শাদা
শুধু স'য়ে শুধু স'য়ে স'য়ে
বুকে বাঁধা এমন পাথর।
কিছু নয় শুধু অপমানে
এ রকম পথে পথে পথে
অতীত ও ভবিষ্যৎহীন।
শ্রবণবিহীন বধিরতা
মৌন মূক বিশ্বাস প্রবণ
এ রকম শুধু অপেক্ষায়।
এইভাবে শুধু এইভাবে
প্রথাহীন পরিত্রাণহীন
এই দু'চোখের জলভার।
আর কিছু নয় শুধু তাকে
ভালবেসে এত দাবদাহ
মাঝে মাঝে পৃথিবী কাঁদায়।

এখন আমার

এখন পাঁজর গুঁড়িয়ে গেলেও শুকনো চোখে
দেখতে পারি মূর্তি তোমার পথের বাঁকে
ঝাপসা হলো
রক্তে আমার কৃষ্ণচূড়া ডুবিয়ে তুলি
শালবনে ফুল ফুটলো আমার রাত্রি ছিঁড়ে
হাজার হাওয়ায় হাহাকারের ডালপালাময়
আলিঙ্গনে
নাচল বাউল সেই কবেকার ছন্দ ব্যাকুল
বুকগলা জল
গ্রামের দীঘির ছলকে জানায় এখন আমার
বয়স হলো
বাস্তুভূমির ঘাসবনে আর মানকচু আর কাঁটালতায়
বাইশ বছর ঠিক আগেকার কাঠবেড়ালী
দৌড়ে পালায়
বৃদ্ধ অশথ ভর্ৎসনাতে
ছিঃ, ব'লে চুপ।
চোখের ভেতর
সেই অবিকল আলোর শ্রাবণ, বুকের ভেতর
সেই অসহ্য অপ্রতিরোধ, কানের ভেতর
তেমনি তুমুল ভালোবাসার হাজার নূপুর খোল করতাল
বয়স হলো বয়স হলো
এখন আমার মূর্তিপূজার দিন অবসান
এক জীবনের পোষাক আষাক বদলে নতুন
ভ্রমণসূচী
ধরিয়ে দিলো চিরদুপুর বেলায় ক্লান্ত ফেরিওয়ালা।

কথা

আমি তো কথা রেখেছি দেখ দাঁড়িয়ে আছি একা
সহায়হীন, সম্বলের মধ্যে শুধু হাতে
নষ্ট ক'টি রক্তমাখা শব্দ শুধু বুকে
ভস্মরাশি অনপনেয় অপমানের তলে

নখের দাগ জলের দাগ ঝড়ের দাগ ক্ষত
ছিঁড়েই যাবে এমন নীল রক্তস্ফীত শিরা
ডাইনে বাঁয়ে মুণ্ডহীন লোলুপ প্রত্যাশা
একলা, দেখ, তাকিয়ে আছি জাহ্নবীর জলে।
আমি তো কথা রেখেছি কিছু নিয়েছি নিচু হয়ে?
খুলেছে ওরা নিপুণ হাতে পাঁজর শিরদাঁড়া
শুষেছে স্বর ফুসফুসের পতাকা বর্শায়
নিশান হয়ে দুলেছে, দেশ, দুলেছে, নেই কেউ
প্রহর যায় অপেক্ষায় হাজারবার ত্রাসে।
আমি তো কথা রেখেছি, কেউ আসেনি নিয়ে হাতে
অন্নজল, বাসেনি ভালো, ছিঁড়েছে বিদ্রুপে
অন্ধকার হিমের নীল আকাশ শান্তির
উপেক্ষায় উপেক্ষায় উপেক্ষায় বেঁচে
এই যে আছি, অর্থহীন? প্রত্যাশার প্রতি
এই যে গাঁথা মালা শুকোয় বিকোয় বাস্তু
বৃথাই? যায় স্বদেশ হায় ভীষণ রঙ্গে।
তবুও কথা রেখেছি কথা এখনো দিই তোকে
এ ক'টি হাড় আগুন হবে পোড়াতে ব্যর্থ
প্রলয় জল ব্যর্থ হবে ভাসাতে শিরদাঁড়া
কে নেবে কেড়ে বিশ্বাসের বদ্ধমূল জমি?
এখনো যারা আসেনি আমি তাদের জন্যে
এখনো যারা ভাসেনি আমি তাদের জন্যে
এখনো যারা ভাঙেনি আমি তাদের জন্যে

ভাষা

এই আমার কবিতার ভাষা।
তুমি অন্যমনে যেতে যেতে
পথের দু'পাশে ফেলে গেছ।
কর্কশ পাথর কীট কাঁটালতা অসাড় মৃত্তিকা
হাতড়াতে হাতড়াতে
দীর্ঘ হিম রাত্রি আমি এ দু'চোখ জ্বেলে
কুড়িয়ে নিয়েছি।

লেগে আছে আত্মার ব্যঞ্জনা লেগে আছে শরীরের ভুল
অনতি-অতীত দুঃখ অপমান ভয়
নিষ্করুণ কারুকার্য আলোতে ছায়াতে।
আমিও কি কিছু রেখে যাব?
আমিও কি ফের
ফেলে চলে যেতে পারি তমসার কুলে?
একদা কুড়োবে তুমি, একদা খেলার ছলে নেবে হাত তুলে!

দেখা হল

মুখোমুখি দেখা হল শুশ্রূষাবিহীন দগ্ধ দিনে।

ভেবেছিলে শুধু নিচু মেঘ ভেবেছিলে এলোমেলো হাওয়া
জটিল ছায়ার তলে দিন দিনের কিনারে কালো জলে
বেলা যাবে বেলাটুকু যাবে।

মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল

ও মুখে কি লেখা আছে সব?
আমি সব ভাষা তো বুঝি না।

দেখেছি কেবল দুটি চোখ চোখের গভীরে বারোমাস
আমার জন্মের অবিরাম
ভেসে ভেসে যাওয়া।

তবু মুখোমুখি দেখা হল শুশ্রূষাবিহীন দগ্ধ দিনে।

সময়

এখন মানুষ খুব নিচু হয়ে ঝুঁকেছে ধর্মের কালো জলে
অকম্পিত এই জল অন্ধকারে অশ্রুহীন প্রতিবাদহীন।

মানুষের মুখোশের প্রতিবিম্ব দেখে তারা যে যার আলয়ে
ফিরে আসে ফিরে যায়। বায়ু এসে স্পর্শ করে জল
নিঃসঙ্গ অরব স্বচ্ছ অনিকেত নিরঞ্জন অন্তহীন জল।

এখন বাণিজ্য আর নারী শুধু, চতুর্দিকে তামস পিপাসা
গম্ভীর তরঙ্গহীন কালো জল গভীরে কি ফুঁসে উঠছে জলে।

সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, কান পাতো, যেন খুব কাছে বহু দূরে
ভীতত্রস্ত কোলাহল যাবতীয় মুখোশও পরিত্রাণহীন।

দুঃখে

দু'হাতে সে সরিয়ে রেখেছে।
তাই মুখ গুঁজে পড়ে ওই টান টান রাগ
নিরেট অস্থির দ্যুতি ছলকানো জীবন
দু'পায়ে সে মাড়িয়ে গিয়েছে
বিষাক্ত বর্শায় বিদ্ধ হিমে নীল শান্তি নীরবতা।
নিজস্ব দুঃখের কাছাকাছি
সে কেন এমন একলা, একা?
সে কেন এমন ঠাণ্ডা স্থির?
সমস্ত নক্ষত্রসভা প্রশ্ন করে
নিচুমুখ, চোখের জমিতে জল, হেসে

সে শুধু অস্তিত্ব মুচড়ে দীর্ঘ ঋজু দুঃখে নেমে যায়।

সত্তা

তোমার ছবির সামনে গলে যায় সমূহ সত্তার
যা কিছু উজ্জ্বল ধ্রুব দীপ্যমান গূঢ় আভাময়।

জটিলতা নেমে আসে বটের ঝুরির মত এ অরণ্যময়
আনন্দ-উদ্ভিদগুলি টের পায় কুঠারের ছায়া।

উড়ে যায় পুড়ে যায় পথে পথে পাতার মতন
অত্যাগসহন স্বপ্ন সুন্দর আচ্ছন্ন মর্মরতা।

এই ঠিক? এই পুজো? এই তবে ধ্যান? আমি যাই
তা হলে আনন্দনীল ওদের বিষের পাত্র নিয়ে

দেখি ধ্বংসপ্রায় গ্রাম শহর কঙ্কাল-কালো নদী
দেখি নিরঞ্জন জলে চোখের জমিতে ভাঙা ডানা।

তোমার ছবির সামনে গলে যায় সমূহ সত্তার
যা কিছু ব্যাকুল জীর্ণ অপহৃব গায়ত্রী আহ্নিক।

আমি যাই ফিরে আসি শরীরে তোমার ভস্ম ধুলো
আমি যাই ফিরে আসি শরীরে শিশুর অভিমানে।

এই পুজো এই ধ্যান আসূর্যশীলিত এই দাহ
আদি অন্ত উত্তিষ্ঠিত অত্যাগসহন সুদূরতা।